

কৃষি সন্মোচন



দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ □ বর্ষ : ৪৬ □ জুলাই-আগস্ট □ ২০১৩ খ্রি. □ ১৭ আষাঢ়-১৬ ভাদ্র □ ১৪২০ বঙ্গাব্দ □ পৃষ্ঠা ২০



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

সম্পাদনীয়

জাতীয় শোক দিবস

১৫ আগস্ট, ২০১৩ জাতীয় শোক দিবস। বাঙালী জাতির শোকাবেহ দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকী। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর পক্ষ থেকে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী শোকাহত চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে মহান স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি। জাতীয় শোক দিবসে আমরা সকলে পরম করুণাময় আলাহর দরবারে সেদিনের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। তারই নেতৃত্বে বাঙালী জাতি অর্জন করে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭০ এর সাধারণ নির্বাচনসহ এ দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি এই জাতিকে নেতৃত্ব দেন। এ দেশ ও জনগণ যত দিন থাকবে জাতির পিতার নাম এদেশের লাখে কোটি বাঙালির অন্তরে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। জাতির পিতা সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হবে দেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণ করা। তাহলেই তার আত্মা শান্তি পাবে এবং আমরা এই মহান নেতার



কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতি মাসুদুল হক ও প্রাক্তন স্মরণমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম

প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারব। জাতীয় শোক দিবসে আসুন আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করি এবং দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

ভেতরের পাতায়.....

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৮ তম শাহাদাত বার্ষিকী উদ্‌যাপন	
উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত	৪৩
বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত পদুয়া রবার ড্যাম এর শুভ উদ্বোধন	৪৪
আইডিবি সাহায্যপুষ্ট মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে	
বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ম্যানুয়ালের ওপর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত.....	৪৯
সেচ ব্যবস্থাপনায় সৌরশক্তি ব্যবহার ও একটি সম্ভাবনা.....	৫০
বাংলাদেশী পাটের সোনালী ভবিষ্যৎ.....	৫২
“সম্ভাবনাময় এগ্রোহোমিওপ্যাথি”.....	৫৩
আগামী দুই মাসের কৃষি.....	৫৬

যারা যোগায়
সুখের অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৮ তম শাহাদাত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত



বঙ্গবন্ধু পরিষদ বিএডিসি শাখার উদ্যোগে আয়োজিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৮তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দোয়া মাহফিলে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি, সদস্য পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৮ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু পরিষদ বিএডিসি শাখার উদ্যোগে এবং বিএডিসি সিবিএ (বি-১৯০৩- সহ সংস্থার বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সহযোগিতায় গত ২৭ আগস্ট মঙ্গলবার কৃষিভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৌশলী জনাব মোঃ আক্তার হোসেন খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম।

পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ শামসুল হক এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র

কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোঃ কুবুবউদ্দিন ও গীতা পাঠ করেন শ্রীমতি গীতা রানী দাস। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষিবিদ জনাব মোঃ নুরুজ্জামান। এতে সংস্থার সদস্য পরিচালকবৃন্দ, সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিবিএ সভাপতি জনাব আব্দুল কুদ্দুস ফরাজী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিবিএ সাধারণ সম্পাদক জনাব জান মোহাম্মদ, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ড এর সভাপতি ডাঃ আফরোজা খানম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট এর কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি কৃষিবিদ জনাব মোঃ আজিজুল হক,

বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী জনাব মোঃ খলিলুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোহাম্মদ নাসিম ১৫ই আগস্টের কালোরাতে শাহাদাত প্রাপ্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সব সময় বাঙ্গালী জাতিকে একটি আত্ম মর্যাদাশীল জাতি এবং বাংলাদেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি দেশের কৃষিখাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বিএডিসিকে টেলে সাজিয়ে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের রূপ দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিএডিসি কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম এবং সরকারের

আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে আজ কৃষিক্ষেত্রে যেমন অভাবনীয় সাফল্য এসেছে তেমনি দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তিনি বিএডিসি কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে সংস্থার সামগ্রিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য আহবান জানান।

বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় জাতির জনকের গৌরবোজ্জল জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ তুলে ধরে তাঁর লক্ষ্য, আদর্শ ও কর্মসূচিকে সামনে এগিয়ে নেয়ার দৃষ্ট প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন কৃষিবিদ জনাব ড. রেজাউল করীম।

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত পদুয়া রাবার ড্যাম এর শুভ উদ্বোধন

পদুয়া রাবার ড্যামের মাধ্যমে রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পদুয়া ও শিলক ইউনিয়নের কৃষকদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ায় কৃষকদের সামনে সম্ভাবনার হাতছানি। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি ১৭ আগস্ট, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত পদুয়া রাবার ড্যাম উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, পদুয়া রাবার ড্যাম দেশের খাদ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব অবদান রাখবে। শুকনো মৌসুমে এখানে ফসল উৎপাদন করা যেত না। মূলত কোন কোন এলাকায় আমন ধান আবাদ করা হলেও বোরো ধান আবাদ হতো না কেবলমাত্র সেচের পানির অভাবে। কৃষকগণ কষ্ট করে আমন ধান ফলালেও তার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যেত খরার কারণে। পদুয়া রাবার ড্যাম আজ কৃষকদের ভাগ্য খুলে দিয়েছে।

১৭ আগস্ট, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় পদুয়া



চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় পদুয়া রাবার ড্যামের শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি। পাশে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি, প্রধান প্রকৌশলী (স্ক্রুড্রসেচ) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান ও অন্যান্যদেরকে দেখা যাচ্ছে

রাবার ড্যাম উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ হাফিজউল্লাহ

চৌধুরী স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় কৃষকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তারা জানান, এটি একটি পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প। রাবার ড্যাম প্রযুক্তি মূলত চীন দেশের প্রযুক্তি। পদুয়া রাবার ড্যামের রাবার ব্যাগটি চীন হতে আনা হয়।

মাননীয় মন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বহুবিধ সংকটে আর্ভিত বাংলাদেশের কৃষি। খরা, অকাল বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, উপকূলীয় এলাকায় পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধি, পাহাড়ি এলাকায় সেচ পানির প্রতুলতাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি আমাদেরকে

মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ ও সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সরকার বিভিন্ন বাস্তবসম্মত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতার এসে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিকে সচল করার জন্য বিএডিসি'র মাধ্যমে অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। কর্মসূচি ও প্রকল্পের কার্যক্রম দক্ষভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংস্থাটি তার যোগ্যতার পরিচয় রাখছে। এ সংস্থা স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরির্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে পদুয়া রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করে। বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত পদুয়া রাবার ড্যামটি প্রকল্প এলাকার কৃষকদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, ফলে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

(বাকী অংশ ৫ এর পাতায়)



বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত পদুয়া রাবার ড্যাম

পদুয়া রাবার ড্যাম এর শুভ উদ্বোধন

(৪ এর পাতার পর...)

মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। ক্ষমতার আসার পর থেকে সরকার দেশের কৃষি উন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। কৃষিতে ভর্তুকি বাড়িয়েছে, কৃষকদের জন্য মাত্র দশ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করেছে, সার ও কীটনাশক প্রাপ্তি সহজলভ্য করেছে,

কৃষি পূর্ণবাসনের উপকরণ ও অর্থ কৃষকের হাতে দেয়া হচ্ছে, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে, নতুন নতুন ধানের জাত আবিষ্কারের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, সরকারি বীজ সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, সারের পর্যাণ্ডতা বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেচের পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং

কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এসব কার্যক্রমে বিএডিসি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। এসব কাজে সফলতার উপর ভিত্তি করে বিএডিসি কৃষিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পুরস্কার “বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪১৭” লাভ করেছে।

তিনি সরকারের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বলেন, বর্তমান সরকার দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এমন কোন সেক্টর নাই যেখানে গত ৫ বছর উন্নয়ন হয় নাই। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়াসে সকল সেক্টরে কাজ হয় গত ৫ বছর। তাই আগামীতেও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে এ সরকারকে সমর্থন

করা প্রয়োজন। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভাপতির বক্তব্যে বিএডিসির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি বলেন, বিএডিসি ২০০৯ সনে রাবার ড্যাম প্রযুক্তি বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হয়। প্রাথমিকভাবে দুটি রাবার ড্যাম প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায়। প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই বছর পূর্বে তা দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করে। বিগত বোরো মৌসুমে দুটো রাবার ড্যামই সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, রাবার ড্যাম নির্মাণে প্রায় তিন বছর সময় লাগে। পদুয়া রাবার ড্যাম মাত্র এক বছরের কম সময়ে সমাপ্ত হয়েছে। আগামী বোরো মৌসুমে তা ব্যবহৃত হবে।

রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পদুয়া ইউনিয়নের শিলক খালে বিগত চলিশ বছর যাবৎ কৃষকগণ নিজস্ব উদ্যোগে মাটির বাঁধ নির্মাণ করে সীমিত ভাবে চাষাবাদ করত। এভাবে প্রতি বছর মাটির বাঁধ নির্মাণ করে কৃষকরা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। পদুয়া রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে প্রকল্প এলাকায় কমপক্ষে ৫০০ হেক্টর জমিতে GRAVITY FLOW পদ্ধতিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে, ফলে প্রতি বছর প্রায় ৪.৫ কোটি টাকার ২২৫০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হবে। এই ড্যামের মাধ্যমে ভূপরিষ্ক পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন ব্যয় কমবে ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

চলতি মৌসুমে বিএডিসি ২৩৭ মে. টন মাসকলাই বীজ বিতরণ কর্মসূচি

চলতি ২০১৩-১৪ সালে খরিপ-২ মৌসুমে বিএডিসি বিক্রয়ের জন্য মানঘোষিত শ্রেণীর সর্বমোট ২৩৭.৩৩৪ মে. টন মাসকলাই বীজ বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বরাদ্দকৃত বীজ “আগে আসলে আগে পাবেন” ভিত্তিতে আঞ্চলিক বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে বীজ ডিলার এবং জেলা/উপজেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে কৃষকদের মাঝে সরাসরি বীজ বিতরণ করা হবে।

“ডাম বীজে ডাম ফসল”

শোক সংবাদ

সহকারী প্রকৌশলী (সওকা) বিএডিসি, লালমনিরহাট জোনের আওতাধীন পাট গ্রাম (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিট দপ্তরে কর্মরত উচ্চতর উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোকছেদুল আলম গত ১১-০৭-২০১৩ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্সালিলমহি..... রাজিউন।)

উপপরিচালক (বীজ বিপনন) বিএডিসি, চট্টগ্রাম দপ্তরের গুদাম রক্ষক জনাব এস, এম শফিক আহমেদ গত ১৫-০৭-

২০১৩ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্সালিলমহি..... রাজিউন।)

উপপরিচালক (বীবি) এর কার্যালয় বিএডিসি, রাজশাহীর বড়াইগ্রাম দপ্তরের গার্ড জনাব মোঃ আবেদ আলী গত ২৮-০৭-২০১৩ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্সালিলমহি..... রাজিউন।)

মেধাবী মুখ



মোঃ নাফিউর রহমান (তামাল) ২০১৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ পাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তামাল বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন যুগ্ম পরিচালক (সার) হিসেবে রংপুরে কর্মরত কৃষিবিদ মোঃ আসাদুর রহমানের ২য় পুত্র। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।



নাবিলা নওশীন ২০১৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ পাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। নাবিলা বিএডিসি'র ব্যবস্থাপক (উন্নয়ন) ও বেসকারী পর্যায়ে বীজ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এ এইচ এম নূরুল আলমের কন্যা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।



এসএম শামীম জাহান ভূঁইয়া ২০১৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় এ.কে উচ্চ বিদ্যালয়, দিনিয়া, ঢাকা হতে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ পাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র প্রকল্প শাখার হিসাব বিভাগ কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত সহঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহজাহান ভূঁইয়ার কনিষ্ঠ পুত্র। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।



মোঃ জাহিদুল ইসলাম ২০১৩ সালের এইচ এস সি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডের অধীনে শহীদ বুলবুল সরকারী কলেজ, পাবনা থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (এ পাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি, পাবনা (নির্মাণ) জোন দপ্তরের গাড়ী চালক জনাব মোঃ আব্দুল জলিল এর পুত্র। জাহিদুল ভবিষ্যতে একজন প্রকৌশলী হতে চায়। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।



শিহাব আহমেদ ২০১৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ক্যামব্রিয়ান কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (এ পাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ২০১১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ ও ২০০৯ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে। শিহাব আহমেদ বিএডিসি'র বীজ বিপনন বিভাগের খুলনার যুগ্ম পরিচালক (বীবি) জনাব মুসতাক আহমেদ এর ১ম পুত্র। শিহাব ভবিষ্যতে প্রকৌশলী হতে আগ্রহী। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।



প্রমা দাস ২০১৩ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকার বিসিআইসি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (এ পাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ২০১১ সালের এসএসসি পরীক্ষায়ও জিপিএ - ৫ পেয়েছিল। প্রমা বিএডিসি'র হিসাব বিভাগে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে কর্মরত জনাব প্রদীপ কুমার দাস এর কন্যা। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।



সানজিদা আলী লিজা ২০১৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ পাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে একই প্রতিষ্ঠান হতে ২০১১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছিল। লিজা বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় সার ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম আলী চাকলাদার এর একমাত্র কন্যা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

গত ২৩ জুলাই ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে এক ঘরোয়া (ইন-হাউজ) প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি। প্রশিক্ষণে তিনি নোট লিখন, নথি উপস্থাপন এবং নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এ সময় সংস্থার সচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে সংস্থার বিভিন্ন বিভাগের ৫৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশ গ্রহণ করে।

বিএডিসি'র উৎসাহ প্রদান পুরস্কার পেল ৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী

বিএডিসি'র পরিচালক পর্যদ সভার ১৪-০৭-২০১৩ তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১১-১২ অর্থ বছরে ছয় জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উৎসাহ প্রদান পুরস্কার মঞ্জুর করা হয়েছে। তারা হলেন- গোকুল নগর খামার, বিনাইদহের উপ-পরিচালক জনাব দেবদাস সাহা। তিনি পেয়েছেন ক্রেস্ট ও সনদপত্র। (ক্ষুদ্র সেচ/ল্যাব) জোন যশোরে কর্মরত সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ জামাল ফারুক পেয়েছেন ক্রেস্ট ও সনদপত্র। উৎসাহ প্রদান পুরস্কার হিসেবে দশ হাজার টাকা করে পেয়েছেন বাকী চারজন। যথাক্রমে- অর্থ বিভাগ,

ঢাকা, বর্তমানে প্রেষণে কৃষি মন্ত্রণালয়ে আয়ুক্ত সহকারী অর্থ কর্মকর্তা জনাব এস এম কায়ছার এ মওলা। সংস্থাপন বিভাগে কর্মরত সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, নড়াইল ক্ষুদ্রসেচ ইউনিটের বিপরীতে যশোর ক্ষুদ্রসেচ/ল্যাব জোনে প্রেষণে কর্মরত সহকারী মেকানিক জনাব মোঃ ফজলে রবিব। মধুপুর বীজ উৎপাদন খামার, মধুপুর, টাঙ্গাইলে কর্মরত পাচক/কেয়ারটেকার জনাব মোঃ মুখলেছুর রহমান খান।

ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের আওতায় জেলা ভিত্তিক বিলবোর্ড স্থাপন

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রচারণার অংশ হিসেবে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের আওতায় বিএডিসি নিম্ন লিখিত জেলাগুলোতে বিল বোর্ড স্থাপন করেছে। জেলাগুলি হচ্ছে- ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, যশোর, বিনাইদহ, নড়াইল, মাগুড়া, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, চুড়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর,

ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, বি-বাড়ীয়া, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভী বাজার, সুনামগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর, টাঙ্গাইল ও শেরপুর।
উলেখ্য, রাজবাড়ী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বিএডিসি'র কার্যক্রম না থাকায় উক্ত তিনটি জেলায় বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়নি।

চলতি মৌসুমে ডাল ও তৈল বীজের বিক্রয় মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বি এ ডি সি) কর্তৃক ১৪ আগস্ট ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার অনুমোদনক্রমে ২০১২ - ১৩ সালে উৎপাদিত ডাল ও তৈলবীজ ২০১৩ - ১৪ বর্ষে বিক্রির জন্য নিম্নোক্ত ভাবে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে:-

বীজের নাম	'ভাড়া ও মূল্য নির্ধারণ কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজি)	
	ভিত্তি	মানঘোষিত
১। সরিষা	৮০.০০ (আশি)	৭৮.০০ (আটাগুর)
২। সূর্যমুখী	৭২.০০ (বাহাগুর)	৭০.০০ (সগুর)
৩। সয়াবিন	৭০.০০ (সগুর)	৬৮.০০ (আটিষট্টি)
৪। চীনাবাদাম	৮৫.০০ (পঁচাশি)	৮৩.০০ (তিরশি)
৫। তিল	৬৭.০০ (সাতষট্টি)	৬৫.০০ (পয়ষট্টি)
৬। মসুর	৯২.০০ (বিরানব্বই)	৯০.০০ (নব্বই)
৭। মুগ	৮৫.০০ (পঁচাশি)	৮৩ (তিরশি)
৮। ছোলা	৭৯.০০ (উনআশি)	৭৭.০০ (সাতাগুর)
৯। মাসকলাই	৮০.০০ (আশি)	৭৮.০০ (আটাগুর)
১০। খেসারী	৫৬.০০ (ছাপ্পান্ন)	৫৪.০০ (চুয়ান্ন)
১১। মটর	৬৬.০০ (ছেষট্টি)	৬৪.০০ (চৌষট্টি)
১২। ফেলন	৬৮.০০ (আটিষট্টি)	৬৬.০০ (ছেষট্টি)

বীরগঞ্জে নেরিকা-১০ ধান চাষে সফলতা

বীরগঞ্জে নেরিকা-১০ জাতের ধানক্ষেত যাযাদিবীরগঞ্জের তিনজন কৃষক পরীক্ষামূলকভাবে নেরিকা-১০ জাতের ধান চাষ করে সফলতা পেয়েছেন। ৯৪ দিন পর মঙ্গলবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে মাঠ দিবসের মধ্যদিয়ে ধান কর্তন করা হয়।

উপজেলা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সঞ্জিত কুমার পালের সহযোগিতায় সাতোর ইউনিয়নের চৌপুকুরিয়া মাঝাপাড়া গ্রামের তিনজন কৃষক সুভাষ রায়, মৃত্যুঞ্জয় রায় এবং যোধিস্তির রায় নতুন জাত

নেরিকা-১০ ধান আবাদ করেন। কৃষি অফিসের সহযোগিতায় তারা সবাই পরীক্ষামূলকভাবে ৩৩ শতাংশ জমিতে নেরিকা-১০ জাতের ধান চাষ করে সফলতা পেয়েছেন।

উদ্যোক্তা কৃষক দিলীপ চন্দ্র রায় জানান, গম কাটার পর ২৬ এপ্রিল নেরিকা-১০ জাতের ধানের বীজ বপন করা হয়। জমি তৈরি করার পর ৮ মে ধানের চারা রোপণ করেন। ৯৪ দিন পর ৩০ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে মাঠ দিবসের মধ্যদিয়ে ধান কর্তন করা

হয়েছে। ৩৩ শতাংশ জমিতে ৬৪৮ কেজি ধান ফলন হয়েছে। কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন প্রত্যেক কৃষককে ৩৩ শতাংশ জমির জন্য ১০ কেজি বীজধান, ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি টিএসপি, ১০ কেজি পটাশ, সেচ বাবদ ৩০০ টাকা, নিড়ানি বাবদ ৩০০ টাকা ভর্তুকি দেয়। এতে ৮ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ১৭ টাকা ৫০ পয়সা প্রতি কেজি দরে ৬৪৮ কেজি ধান ১১ হাজার ৩৪০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। এতে ৩৩ শতাংশ জমিতে ৩ হাজার

৩৪০ টাকা লাভ হয়েছে। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সঞ্জিত কুমার পাল জানান, পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম এ ধান আবাদ করা হয়েছে। ধান চাষে দুইবার সেচ দিতে হয়। এ ধানের জীবনকাল ৯৪ দিন। ৩৩ শতাংশ জমিতে ৬৪৮ কেজি ধান ফলন হয়েছে। এতে ৪৩১ কেজি চাল হবে। হেক্টরপ্রতি ৪.৮৫ মেট্রিক টন ফলন হয়।
সংকলিত: দৈনিক যায় যায় দিন

তারিখ: ৩১-০৭-২০১৩

বিএডিসির পাঁচ প্রকল্পের কাজ শেষ: টাঙ্গাইলে সাড়ে ৪ হাজার একর জমিতে সেচ সুবিধার সমপ্রসারণ

টাঙ্গাইলে বিএডিসি (ক্ষুদ্রসেচ) খাল খনন, বেড়িবাঁধ নির্মাণ, সেচনালা তৈরি এবং গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করায় ফসল উৎপাদন বাড়ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত বোরো মৌসুমে ১০৩টি গভীর ও ২৭টি অগভীর নলকূপের মাধ্যমে ৪৫৯০ একর জমিতে সেচ সুবিধার আওতায় আনায় বোরো ধানের উৎপাদন বেড়েছে। গত অর্থবছরে ৫টি প্রকল্পে ৫১ কিলোমিটার খাল খনন, ১৬ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণ, ৩০টি সেচনালা তৈরি, ১৬টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ, ১২টি ইউ কালভার্ট তৈরি এবং ৯টি পাইপ কালভার্ট তৈরি করা হয়েছে জমিতে পানি সেচ সুবিধার জন্য। এ ৫ প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ১৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (ক্ষুদ্রসেচ) টাঙ্গাইল রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে

জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য ৫টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে সখিপুর ও বাসাইল উপজেলায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ কিলোমিটার গজারিয়া খাল খনন, ৭ কিলোমিটার নেওড়া খাল খনন, ৪ কিলোমিটার টর্কি খাল খনন, ২ কিলোমিটার ধুমখালী খাল খনন, ১২ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণ, ১২টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ এবং ৯টি ইউ কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। টাঙ্গাইল জেলা পান-পাহাড় উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্পের অধীনে ১ কোটি ৯০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩ কিলোমিটার একানী খাল খনন, ৩ কিলোমিটার ডাকাতিয়া খাল খনন, ১৬টি সেচনালা তৈরি এবং ৩টি ইউ কালভার্ট তৈরি করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার চর অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্পের অধীনে ১ কোটি ৮৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ভূঞাপুর উপজেলায় ২ কিলোমিটার একানী খাল খনন, গোপালপুর উপজেলায় কাহেতা খাল খনন, একই উপজেলায় ১ কিলোমিটার সুতার খাল খনন, সদর উপজেলায় ২ কিলোমিটার

দিঘুলিয়া মাঝিপাড়া খাল খনন, ভূঞাপুর উপজেলায় ১ কিলোমিটার ও সদর উপজেলায় ২ কিলোমিটার হুগড়া বেড়িবাঁধ নির্মাণ, ভূঞাপুর ও টাঙ্গাইল সদরে ২টি বক্স কালভার্ট করা হয়েছে। এছাড়া ২টি সেচনালাও তৈরি করা হয়েছে।

ধনবাড়ি ও মধুপুর (ক্ষুদ্রসেচ) উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্পের অধীনে ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ২ কিলোমিটার নরিলখাল খনন, ২ কিলোমিটার কুইচামারা খাল খনন, ১ কিলোমিটার চারালজানি খাল খনন, ১ কিলোমিটার জলই খাল খনন, ১ কিলোমিটার দুর্গাদহ খাল খনন এবং ১ কিলোমিটার নাগরখালি খাল খনন এবং ৮টি সেচনালা নির্মাণ করা হয়। কৃষিজমি রক্ষা ও ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের অধীনে ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ব্যয়ে মির্জাপুর উপজেলায় ৩ কিলোমিটার আনাইতারা খাল খনন, একই উপজেলায় ১ মিটার বড়টিয়া খাল খনন, কালিহাতী উপজেলায় ২ কিলোমিটার বাগুটিয়া খাল খনন, দেলদুয়ার উপজেলায় ২

কিলোমিটার লাউহাটা খাল খনন, মির্জাপুরে ১টি এবং দেলদুয়ারে ১টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ এবং কালিহাতীতে ৪টি সেচনালা তৈরি করা হয়। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে বিএডিসি (ক্ষুদ্রসেচ) টাঙ্গাইল রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী সারওয়ার হোসেন জানান, গত অর্থবছরে টাঙ্গাইল রিজিয়নের ৫টি প্রকল্প ছাড়াও ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে ৩টি প্রকল্পের কাজও সূষ্ঠাভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান এবং ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পসমূহের কাজ করা হয়। বিএডিসির (ক্ষুদ্রসেচ) সংশ্লিষ্ট উপসহকারী প্রকৌশলী এবং অন্যান্য প্রকৌশলীদের নিয়মিত তদারকির কারণে প্রকল্পের কাজ সুসম্পন্ন হয়। তিনি জানান, এ প্রকল্পসমূহের কারণে আগামী শুষ্ক মৌসুমে জমিতে পানি সেচ সুবিধা বাড়বে। এতে ফসল উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

সংকলিত : দৈনিক সংবাদ
তারিখ: ১৬-০৭-২০১৩ইং

আইডিবি সাহায্যপুষ্ট মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ম্যানুয়ালের ওপর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক পিএমইউ, মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বিএডিসি

গত ৩০-৩১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে বীজ ভবনস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হালনাগাদকৃত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ম্যানুয়াল ব্যবহার করে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার ওপর প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র এবং ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্পের ৩০ জন যুগ্ম পরিচালক ও উপপরিচালকের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিএডিসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে প্রকল্প পরিচালক জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম জানান আইডিবি'র ঋণের টাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। তিনি প্রশিক্ষণের লব্ধ জ্ঞান বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঋণের সর্বোত্তম ব্যবহারের আবেদন জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্থার চেয়ারম্যান প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ওপর

গুরুত্ব আরোপ করেন এবং প্রশিক্ষণে আহরিত জ্ঞান ও দক্ষতা বীজ শিল্প উন্নয়নে কাজে লাগানোর ওপর জোর দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ নুরুজ্জামান বলেন, প্রশিক্ষণ জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে এ্যাটিচুড এবং বিহেভিয়ার পরিবর্তনের মাধ্যমে কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আজিজুল হক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহা-ব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহা ব্যবস্থাপক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিভাগ জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল কাফী, যুগ্ম পরিচালক, বীজ পরীক্ষাগার ড. একেএম আব্দুল আজিজ, ধান,



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক শ্রী আশুতোষ লাহিড়ী, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিভাগের ব্যবস্থাপক জনাব বিশ্বাস কুতুবউদ্দিন, মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের সীড সাপাই এ্যান্ড মনিটরিং এক্সপার্ট ড. মোঃ নজমুল হুদা ও সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ম্যানুয়ালটি হালনাগাদ করার জন্য সর্শিষ্ট যুগ্ম পরিচালক ও উপপরিচালকদের নিয়ে সংগঠিত একটি ওয়ার্কশপে দু'দিন ধরে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের মতামত নেয়া হয়। পরবর্তীতে সংগৃহীত তথ্যাদি সংশোধন ও সংযোজিত করে ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের জন্য ম্যানুয়ালে যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরও কার্যকরী করার জন্য যন্ত্রপাতি পরিচিতি এবং ব্যবহার সম্পর্কে

বিভিন্ন তথ্যাদি সংযুক্ত করা হয়।

প্রশাসনিক, আর্থিক এবং প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ম্যানুয়ালে কি কি বিষয় রয়েছে এবং কি কি বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য ধাপে ধাপে কি কি করণীয় তা বিশদ আকারে আলোচিত হয়। ম্যানুয়ালে বর্ণিত বিষয়াদি ব্যতিরেকে বীজ নীতি ও বীজ বিধি সংক্রান্ত পুস্তক এবং বীজ মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ম্যানুয়াল ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণে ম্যানুয়ালটিতে বর্ণিত বিষয়াদি রপ্ত করার জন্য একটি বিস্তারিত প্রশ্নমালা বিতরণ করা হয় যা প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ স্ব-স্ব হস্তে লিখিতভাবে পূরণ করে দাখিল করেন। প্রশিক্ষণ শেষে লব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে মূল্যায়ণ করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন সংস্থার সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ নুরুজ্জামান।



সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ নুরুজ্জামান

সেচ ব্যবস্থাপনায় সৌরশক্তি ব্যবহার ও একটি সম্ভাবনা মোঃ জিয়াউল হক

সহকারী প্রধান প্রকৌশলী, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা

জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি দেশের দূষণমুক্ত পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এলক্ষে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানী যথাক্রমে তাদের মোট জ্বালানী চাহিদা ২৫% ও ৪৭% নবায়নযোগ্য শক্তি মাধ্যমে মিটানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বর্তমান সরকার আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে মোট জ্বালানী চাহিদার ৫% এবং ২০২১ সালের ১৫% নবায়নযোগ্য শক্তির সাহায্যে চাহিদা মিটানোর এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম উৎস সৌরশক্তির (সোলার পাওয়ার) যা পরিবেশ বান্ধব এবং পরিবেশ দূষণকারী গ্রীন হাউজ গ্যাস ও অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস হতে মুক্ত। অন্যদিকে প্রচলিত পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদনে উলেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষতিকারক কার্বন-ডাই-

অক্সাইড গ্যাস ও বর্জ নির্গত হয় যা পরিবেশের মারাত্মক হুমকী স্বরূপ। এক গবেষণায় দেখা যায়, ছয় কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি ডিজেল সেট পাম্প বছরে প্রায় সাত টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত করে (এইচআইআইই-হামবুর্গ)। বিশ্বব্যাপী যখন পরিবেশ দূষণ ও উষ্ণতা বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, তখন পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে জীবাশ্ম-জ্বালানীর দহন কমিয়ে এনে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার এখনই উপযুক্ত সময়। যার ফলশ্রুতিতে সোলার এনার্জিকে আগামী দিনের এনার্জির উৎস হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ভৌগলিকভাবে ২০.৩০° থেকে ২০.৩৮° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.০১° থেকে ৯২.৪২° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ভৌগলিক কারণে বাংলাদেশে প্রায় প্রতিদিনই যথেষ্ট পরিমাণ সূর্যের কিরণ থাকে, যা প্রয়োজনীয় সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য খুবই



সাভারের বাসুঘাটায় সৌরশক্তিসাধিত সেচ পাম্পের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল

উপযোগী। তাই এ প্রাকৃতিক সম্পদ যত বেশি ব্যবহার করা যাবে, পরিবেশ দূষণকারী জীবাশ্ম জ্বালানীর দূষণ থেকে দেশ, তথা পৃথিবী ততই রক্ষা পাবে।

ক) সেচ কাজে সৌরশক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা :

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থা এবং কৃষির ক্রপিং প্যাটার্ন এর কারণে রবি মৌসুমে দানাদার শস্য (ধান/গম) ও অন্যান্য ফসল বেশি উৎপাদিত হয়। যে কোন ফসল / উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি ও

ফলন পেতে হলে উন্নত জাতের বীজ ও সার যেমন প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে পরিমিত সেচ ব্যবস্থাপনা। সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যকর রাখার লক্ষ্যে দেশে বিভিন্ন ক্ষমতা ও চালিকা শক্তির সেচযন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০১২-১৩ সেচ মৌসুমের সেচযন্ত্র জরিপ প্রতিবেদন অদ্যবধি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়নি, বিধায় ২০১১-১২ সেচ মৌসুমের সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচকৃত জমির পরিমাণ ও সেচযন্ত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ-জ্বালানীর পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে।

নিম্নের স্মারনীতে ২০১১-১২ সেচ মৌসুমে ব্যবহৃত সেচযন্ত্র, সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ-জ্বালানী ও সেচকৃত জমির পরিমাণ দেখানো হলোঃ-

সেচযন্ত্রের ধরণ	ডিজেল চালিত সেচযন্ত্র	বিদ্যুৎ চালিত সেচযন্ত্র	মোট সেচযন্ত্রের সংখ্যা	সেচযন্ত্রে ব্যবহৃত ডিজেল (লক্ষ লিটার)	সেচযন্ত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ (মেগাওয়াট)	সেচকৃত জমি(হেক্টর)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
গভীর নলকূপ	২৩৬৯	৩১৬৭৬	৩৪০৪৫	৮২.৯২	৬৩৩.৫২	৭৫৮৯৬৩	
অগভীর নলকূপ	১২৫০৯১১	২৪৭৪৭৫	১৪৯৮৩৮৬	৭৫০৫.৪৬	১১১৩.৬৪	৩৪১৮১৪৭	
শক্তিসাধিত পাম্প	১৬৭৩৫৫	৯৮৬১	১৭৭২১৬	১৬৭৩.৫৫	৬৯.০৩	১০৮৪৫৯৪	
হস্তচালিত ও অন্যান্য	০	০	০	০	০	৬০৬৩১	
মোট	১৪২০৬৩৫	২৮৯০১২	১৭০৯৬৪৭	৯২৬১.৯৩	১৮১৬.১৯	৫৩২২৩৩৫	

(বাকী অংশ ১১ এর পাতায়)

সেচ পাম্প প্রযুক্তির শুরুতেই ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হলেও সময়ে সময়ে ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং ডিজেল ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় পরিহার করতে বেশির ভাগ সেচ পাম্প বিদ্যুৎচালিত পাম্পে রূপান্তর হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। বিগত ২০১১-১২ সেচ মৌসুমে সেচযন্ত্র জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, মোট ক্ষেত্রায়নকৃত সেচযন্ত্রের ৮৩% ডিজেল ও ১৭% বিদ্যুৎচালিত সেচযন্ত্র এবং সেচকৃত জমির ৩০.৬৪% বিদ্যুৎ চালিত এবং ৬৮.২৩% ডিজেল চালিত সেচযন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। শুধুমাত্র ডিজেল

চালিত সেচযন্ত্রসমূহ পরিচালনায় প্রায় ৯২০০ লক্ষ লিটার জ্বালানী প্রয়োজন হয়, যা বৈদেশিক মুদ্রায় প্রায় মোট ৬৫০০ কোটি টাকা (ভুক্তিকি ব্যতীত)। অপরদিকে বিদ্যুৎচালিত সেচযন্ত্রসমূহ পরিচালনায় সেচ মৌসুমে প্রায় ১৮০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। যা ফি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দুইটি চালিকা শক্তি উৎপন্ন হয় জ্বীবাশ্ম-জ্বালানী হতে, যা খুবই ব্যয় বহুল এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনিশ্চিত শক্তি। এ অনিশ্চিত শক্তি হতে ডিজেল চালিত সেচযন্ত্রসমূহ পরিবেশ বান্ধব সৌরশক্তিতে রূপান্তর করা

হলে, একদিকে জ্বীবাশ্ম-জ্বালানীর আমদানী ব্যয় কম হবে এবং অপরদিকে পরিবেশ দূষণের হাত হতে দেশ রক্ষা পাবে।

সোলার সেচ পাম্প স্থাপনে প্রাথমিক ব্যয় বেশি হলেও দীর্ঘ সময় (২০ বছরেরও বেশি) ব্যবহার উপযোগী থাকায় ও মেরামতের প্রয়োজন না থাকায় এ সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত ব্যয় কম। অপরদিকে পরিচালনা ব্যয় নেই বললেই চলে। এমতাবস্থায় সৌর শক্তির মাধ্যমে সেচ পাম্প স্থাপনে কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে জরুরী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

খ) সোলার সেচ পাম্পের সুবিধাসমূহ :

- ১। কোন জ্বীবাশ্ম জ্বালানীর প্রয়োজন হয় না;
- ২। যেসব এলাকায় গ্রীড পাওয়ারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্ভব নয়, সেসব এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে জ্বালানী অভাব পূরণ করা সম্ভব;
- ৩। দীর্ঘ স্থায়ী (আয়ুষ্কাল ২০-২৫ বছর) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম;
- ৪। ব্যবহার সহজ ও নিরাপদ;
- ৫। পরিবেশ বান্ধব ও কার্বনমুক্ত প্রযুক্তি;
- ৬। সহজে স্থানান্তর করা সম্ভব।

সোলার সেচ পাম্প ও ডিজেল পাম্পের তুলনামূলক বিবরণী :

ক্রমিক নং	ক্রমিক	সেচ পাম্পের ধরন	
		সোলার সেচ পাম্প	ডিজেল সেচ পাম্প
১	প্রাথমিক ব্যয়	বেশি	কম
২	পরিচালনা ব্যয়	কম	অত্যন্ত বেশি
৩	আয়ুষ্কাল	বেশি (সর্বনিম্ন-২০ বছর)	অনেক কম (গড়ে-৫ বছর)
৪	জ্বালানীর চাহিদা	নাই	জ্বালানী ছাড়া অচল
৫	বিশ্বস্ততা	অত্যন্ত বেশি	প্রায়ই সার্ভিসিং প্রয়োজন
৬	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	প্রয়োজন হয় না	অত্যন্ত ব্যয় বহুল ও সময় সাপেক্ষ
৭	শব্দ দূষণ	শব্দহীন	শব্দ বহুল
৮	পরিবেশ উপযোগিতা	পরিবেশ বান্ধব	পরিবেশ দূষণকারী

সোলার সেচ পাম্প স্থাপনে ইতোমধ্যে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ একটি বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের জিওবি অর্থায়নে তিন বছর মেয়াদী কর্মসূচি'র মাধ্যমে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন উপজেলায় ৬-কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ১১ (এগারো) টি সোলার

পাম্প স্থাপন করে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি ০.৫ কিউসেক উত্তোলন ক্ষমতার সমতুল্য প্রতিদিন ৫,০০,০০০ লিটার পানি উত্তোলনের মাধ্যমে চলতি সেচ মৌসুমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যা কৃষকদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এখন শুধুমাত্র আর্থিক কারণে কৃষকগণ উক্ত প্রযুক্তি

গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করছে না। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি'র উপর নির্ভরশীল। জিডিপিতে কৃষি সেক্টরের অবদান ২৩.৫০%, তন্মধ্যে শস্য সেক্টরে ১৩.৪৪%। কৃষি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো সেচ। বাংলাদেশে বোরো ধান ও অন্যান্য ফসল সেচ নির্ভর। তাই প্রতি সেচ

মৌসুমে ১৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এবং ৯২০০ লক্ষ লিটার জ্বালানী চাহিদা বা অতিরিক্ত আংশিক বা সম্পন্নভাবে সাশ্রয় করা সম্ভব, যদি সেচযন্ত্রসমূহ সৌর সেচ পাম্পে রূপান্তর করা যায়। তাই এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশ, জাতি তথা বিশ্বকে দূষণ ও অনাহার হতে মুক্ত করা সম্ভব।

বাংলাদেশী পাটের সোনালী ভবিষ্যৎ

ড. বশির আহম্মেদ

উপব্যবস্থাপক (পাট বীজ), বিএডিসি, ঢাকা

বাংলাদেশ এক সময় সোনালী আঁশের দেশ নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে পাট উৎপাদন করে দেশের কৃষকেরা উৎপাদন খরচ অনুসারে পাটের ন্যায্য দাম না পাওয়ায় তা হয়েছিল কৃষকের গলার ফাঁস। বর্তমানে পাটের বহুমুখী ব্যবহার ও নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে পাটের চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাট দুই শ্রেণীর, যথা- দেশি বা সাদা পাট (*Corchorus capsularis*) এবং তোষা পাট (*Corchorus olitorius*)। বাংলাদেশে প্রায় ৪.৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ হয়। তারমধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই চাষ হয় তোষা পাট, বাকী ২০ ভাগ দেশি বা সাদা পাট। দেশে পাট বীজের বাৎসরিক চাহিদা ৪০০০ মে. টন। এর মধ্যে বিএডিসি একক ভাবে এ চাহিদার প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ সরবরাহ করে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনিস্টিটিউট কর্তৃক দেশি পাটের জীবন রহস্য বা জীন নকশা উন্মোচিত হওয়ায় জীবানু প্রতিরোধী উন্নত জাতের পাট উদ্ভাবনের দার খুলে

গেছে। দেশি পাটের আশ তুলনামূলক নরম হওয়ায় বস্ত্রশিল্পে সুতা হিসাবে তা ব্যবহার করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা মত ব্যক্ত করেছেন।

সুতা ব্যবহারের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৬ষ্ঠ, ব্রাজিলের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। বৎসরে বাংলাদেশের সুতার ব্যবহার প্রায় ৮.০ লক্ষ মে. টন (ইউএসডিএ, ২০১৩)। যারমধ্যে বাংলাদেশের উৎপাদিত তুলার পরিমাণ প্রায় ০.৪৫ লক্ষ মে. টন যা জাতীয় চাহিদা ৫.৬৩%। অর্থাৎ, প্রায় ৯৪-৯৫% তুলা বা সুতা দেশের মুদ্রা ব্যয় করে আমদানী করতে হয়। সুতা আমদানীতে বাংলাদেশের অবস্থান ৩য়, চায়না এবং তুর্কীর পরে। যদি সুতার বিকল্প হিসাবে বেশি পাটের আঁশের ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায়, তবে বস্ত্রশিল্পে পাটের চাহিদা সৃষ্টি হবে, পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাবে, কৃষক প্রকৃত মূল্য পাবে এবং পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ পূর্বের হারানো গৌরব ফিরে পাবে।



বিএডিসি'র নশিপুর ভিত্তি পাট বীজ খামারে উৎপাদিত পাট চাষ

সরকার এ বছর প্রতি মন পাটের দাম নির্ধারণ করেছে ২২০০/- টাকা, কিন্তু স্থানীয় বাজারে গুণাগুণ ভেদে পাটের মন প্রতি দাম ৮০০-১৫০০/- টাকা। লাইসেন্সধারী বড় বড় ব্যবসায়ীরা সরকারী নির্ধারিত দাম প্রত্যাখান করে এবং সিডিকেট তৈরি করে অসহায় কৃষকদের বেকায়দায় ফেলে কম দামে পাট ক্রয় করছে, ফলে স্থানীয় বাজারে পাটের মূল্য কম হওয়ায় সাধারণ কৃষক এবং প্রান্তিক চাষীরা হতাশায় ভুগছে (আইজেএসজি, ২০১৩)। যদি বাজার মনিটরিংকে আরো শক্তিশালী

করা যায়, তবে পাটের মূল্য বৃদ্ধিপারে এবং কৃষক উপকৃত হবে।

এটি স্পষ্ট যে, পাট শুধু বাণিজ্যিক ফসলই নয়, উহা সামাজিক জীবন ব্যবস্থায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যেমন- পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কুটির শিল্পে পারিবারিক নানা বয়সের নারী পুরুষের কর্ম সৃজন, গৃহ জ্বালানীর উৎস হিসাবে পাট খড়ির ব্যবহার ইত্যাদি। নিম্নে পাট ও বস্ত্র খাতে মহিলাদের অংশ গ্রহণের বর্তমান চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

পাট খাত		বস্ত্র খাত	
বীজ সংরক্ষণ	২০%	হস্তচালিত তাঁত শিল্পে	২০-২৫%
পাট চাষ	১০%	প্রাইমারি বস্ত্র সেক্টর	৪০%
পাট জাক দেয়া ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	১০%	তৈরী পোশাক শিল্পে	৮৫%
তাঁত, সুতা তৈরী ও রং-এর কাজ	১৫-২০%	দক্ষ সাব-সেক্টরে	৫০%
পাট শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসা (এসএমই)	১৫-২০%	হস্ত শিল্পে	৯০%

এছাড়া পাট এমন একটি ফসল যা প্রতিযোগিতামূলক ভাবে পরবর্তী ফসলের জন্য মাঠকে আগাছা মুক্ত রাখে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। দেশি পাটের একটি মারাত্মক ও ক্ষতিকারক রোগ হলো- পাটের কাণ্ড পচা রোগ, যার কারণ *Macrophomina phaseolina* L. নামক

ছত্রাকের জীবানু। এটি একটি বীজ বাহিত জীবানু যা বীজের গায়ে লেগে থাকে এবং কোন কোন সময় বীজের গায়ে এবং অভ্যন্তরে এদের *Hyphane*, *sclerotia* এবং *pycnidia* পাওয়া যায়। কাণ্ড পচা রোগের কারণে কৃষকেরা পাট চাষে বিশেষ করে দেশি পাট চাষে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল।

ই ত এ ম ধ য *Macrophomina phaseolina* L. ছত্রাকের জীবন রহস্য উন্মোচন হওয়ায় ও দেশি পাটের জীবন রহস্য জানার ফলে আশা করা যায় বিভিন্ন প্রতিকূলতা কাটিয়ে গুনগত মান সম্পন্ন পাট বীজের জাত অবমুক্ত হবে। ভাল বীজ ব্যবহার করে ভাল পাট আঁশ

ফসল উৎপাদন করা যাবে এবং উল্লেখিত সেক্টরের বিভিন্ন খাত সমূহে নারীদের কর্মসংস্থানের আরো সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর ফলে, শ্রমিকের শ্রম এবং পাটের অবদানের সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যাবে সোনালী ভবিষ্যতের দিকে।

সম্ভাবনাময় এগ্রোহোমিওপ্যাথি

মোঃ খোরশেদ আলম, মহাব্যবস্থাপক (ক্রম), বিএডিসি, ঢাকা

এগ্রোহোমিওপ্যাথি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা। এই শাখার জন্ম হয়েছে একেবারেই সাম্প্রতিক সময়ে। নেদারল্যান্ডের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ ভইকুছ দাস কভিরাজকে (যিনি গত মার্চ/২০১৩ সালে) মৃত্যুবরণ করেছেন) এগ্রোহোমিওপ্যাথি ডিসিপ্লিনের পথ প্রদর্শক মনে করা হয়। ডাঃ কভিরাজ একবার ভারত সফরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর সুস্থ না হওয়ায় অবশেষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেন। এথেকে তিনি এই চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই পেশায় আত্মনিয়োগ করেন এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির চিকিৎসার পর তিনি উদ্ভিদের উপর হোমিওপ্যাথি ঔষধের ক্রিয়া নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। সুইজারল্যান্ডে প্রথমে তিনি আপেল গাছের উপর গবেষণা শুরু করেন এবং হোমিওপ্যাথি ঔষধ (এট্রোপা বেলেডোনা) ব্যবহারে আপেলের লাল দাগ দূর করতে সক্ষম হন। ডাঃ কভিরাজের লিখা “হোমিওপ্যাথি ফর ফার্ম এন্ড গার্ডেন” ২০০৬ সনে প্রকাশিত হওয়ার পর এ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা শুরু হয়। অস্ট্রেলিয়া এবং কিউবার মত উন্নত দেশে এ বিষয়ে গবেষণায় সুফল পাওয়া গেছে। আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারতের অন্ধপ্রদেশে জি এস আর মুর্খি দীর্ঘদিন এ নিয়ে গবেষণা করেছেন। পাকিস্তানের ডাঃ ইফতেখার ওয়ারিশ ২০০২ থেকে ২০১০ সন পর্যন্ত সে দেশের তুলা গবেষণা ইনস্টিটিউটে গবেষণা করে সফলতা অর্জন করেছেন।

আমাদের দেশে একটি কথা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আছে “যার নাই কোন গতি, সে খায়

হোমিওপ্যাথি”। যদিও পূর্বে এই কথাটি খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে তা ভাল অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। মানুষ এখন বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহারে ব্যর্থ হয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহারে অনেক জটিল রোগ নিরাময়ের যথেষ্ট নজির আছে। আগে স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরাই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ছিল। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতেও এলোপ্যাথি শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র চর্চা করেন। ফলে এই চিকিৎসা পদ্ধতি এখন শুধু মানুষের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে পশু পাখি এবং গাছ-পালা ও ফসলের উপর প্রয়োগ হচ্ছে।

হোমিওপ্যাথির অন্যতম মূলমন্ত্র হচ্ছে স্বল্প মাত্রায় শক্তিকৃত ঔষধ প্রয়োগ। বর্তমানে যেভাবে জমিতে নির্বিচারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে দিন দিন জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, মাটির পুষ্টির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কৃষকের অর্থ ব্যয় দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। উৎপাদন ব্যয় বাড়ার কারণে অনেক কৃষক তার দীর্ঘদিনের কৃষি পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। হোমিওপ্যাথি ঔষধ স্বল্প মাত্রায় ব্যবহারের কারণে কৃষকের উৎপাদন ব্যয় অনেক কমে যাবে। হোমিওপ্যাথি ঔষধ মানব বা জীব দেহে শুধু রোগ নিরাময় করেনা রোগ প্রতিরোধ ও পুষ্টির যোগান দিয়ে জীবনী শক্তি বা ভাইটাল ফোর্সকে উজ্জ্বিত করে। প্রাণি এবং উদ্ভিদের দৈহিক গঠন প্রক্রিয়ায় পার্থক্য

আছে বটে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিলও আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রাণি শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। উদ্ভিদ শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। তাই প্রাণির শ্বাসতন্ত্রের জন্য কার্যকরী ঔষধ উদ্ভিদের উপর প্রয়োগ করা যায় বলে গবেষণায় দেখা গেছে। তেমনিভাবে প্রাণি ও উদ্ভিদের মেটাবলিজম প্রক্রিয়া, প্রজনন প্রক্রিয়া ইত্যাদি অনেক বিষয়ে মিল আছে। এই বাস্তবতা থেকে উদ্ভিদ তথা ফসলের উপর হোমিওপ্যাথি ঔষধের পরীক্ষা ও প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

এখন কয়েকটি হোমিওপ্যাথি ঔষধের উদ্ভিদের উপর ক্রিয়া বর্ণনা করা যেতে পারেঃ

১) ফসফরাস : এটি স্বল্প মাত্রায় শক্তিকৃত অবস্থায় প্রয়োগ করলে মাটির ফসফরাসের অভাব দূর করে। এছাড়া ফলের দাগ ও পচন, পাতা বলসানো রোগ, পাতা শুকিয়ে যাওয়া, জাব পোকার আক্রমণ ইত্যাদি দূর করে। **২) কার্বোভেজ :** এটি চারা রোপনের পর মরে বা শুকিয়ে যাওয়া, ডালপালা ভেঙে যাওয়ার পর গাছ শুকিয়ে বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্রটি নিরাময় করে। এছাড়া ফাংগাসের আক্রমণ, পাতার কালো দাগ ও বলসানো রোগ দূর করে এবং অপরিপক্ক ফল পড়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে।

৩) সাইলিশিয়া : উদ্ভিদের বৃদ্ধি কম হলে বা গাছের বৃদ্ধি থেমে গেলে, যথাসময়ে ফুল না আসলে, কিংবা কম আসলে, ফুল ঝরে পড়লে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়। গাছে ফুল আসার পূর্বে এটি ব্যবহার করলে গাছে ফুল ও ফলের পরিমাণ বেড়ে যায়।

৪) সিনাঃ এটি মানবদেহের

ক্রিমির ঔষধ। উদ্ভিদের বিশেষ করে সীম জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে ক্রিমির আক্রমণ হলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়। এছাড়া ইহা উদ্ভিদের ব্যাক্টেরিয়ার ক্ষতিকর ক্রিয়া নষ্ট করে।

এখনে উদাহরণ স্বরূপ মাত্র কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কার্যকারিতার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল। এ ধরনের শতাধিক ঔষধ উদ্ভিদ ও ফসলের উপর পরীক্ষা করে কার্যকারিতা পাওয়া গেছে এবং পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অনেক উন্নত দেশে এর প্রয়োগ ও গবেষণা শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে তথ্য এগ্রোহোমিওপ্যাথি, এইচপ্যাথি ইত্যাদি ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পরিমাণে খুবই কম প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি লিটার পানিতে ৬ শক্তির মাত্র এক ফোটা ঔষধ মিশিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঝাঁকিয়ে নিতে হয়। ঔষধ মিশ্রিত পানি ক্ষেত্র মতে ফসলের উপরি প্রয়োগ বা মাটিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এখানে ঔষধ নির্বাচন, ঔষধের শক্তি (পটেন্সি) নির্বাচন এবং পানির মিশ্রণের ঝাঁকুনি দেওয়ার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি কৃষি বিজ্ঞানী নই। তাই আমার এই লেখাটি কৃষি বিষয়ক তথ্য সমৃদ্ধ না হওয়াই স্বাভাবিক। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য হল এদেশের কৃষি বিজ্ঞানীদেরকে এই বিষয়ে গবেষণা ও চিন্তা ভাবনার খোরাক সৃষ্টি করা। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে স্বল্প ব্যয়ে আমরা যদি মাটির পুষ্টির যোগান দিতে পারি এবং ফসলের রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করতে পারি, তাহলে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের জন্য অর্থ ব্যয় কমে যাবে এবং পরিবেশ দূষণ থেকে দেশ রক্ষা পাবে।

বিএডিসি'র বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর সেমিনার অনুষ্ঠিত

মোঃ আবুল বাশার এনামুল হক, প্রকল্প পরিচালক, বৃহত্তর ময়মনসিংহ/টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

“যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য” ও “সঠিক সময়ে পরিমিত সেচ, বাঁচবে কৃষক বাঁচবে দেশ” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে “WATER SAVINGS IN CONSERVATION AGRICULTURE” ও “প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রভাব” শীর্ষক সেমিনার গত ৩০ মে বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ শহরের বলাশপুরস্থ বিএডিসি সারগুদাম এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

বিএডিসি ময়মনসিংহ সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ আবুল বাশার এনামুল হক উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ডঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্বাহী প্রকৌশলী উত্তম কুমার রায়, বিএডিসি, ময়মনসিংহ রিজিয়ন,

ময়মনসিংহ। সেমিনারে বৃহত্তর ময়মনসিংহের ৬ জেলা থেকে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখিত মোঃ আবুল বাশার এনামুল হক প্রকল্প পরিচালক, বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), বিএডিসি, ময়মনসিংহ। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড. মোঃ নুরুল হক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশলী মোঃ

আব্দুল জব্বার, পরামর্শক, জিএমটি প্রকল্প, প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল মজিদ, চেয়ারম্যান, আইইবি, ময়মনসিংহ কেন্দ্র। বক্তাগণ মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা করে এর বিভিন্ন বিষয় সেমিনারে অংশ গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সামনে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন। কম খরচে কৃষি জমিতে সেচ প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কৃষকদের মাঝে এর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

বিএডিসি'র বীজ বিপণন কর্মকর্তাদের নতুন ই-মেইল এড্রেস

বীজ বিতরণ বিভাগ এবং এর আওতাধীন ২২ টি আঞ্চলিক দপ্তর ও ৬টি বিভাগীয় দপ্তরসহ মোট ২৯টি দপ্তরের নিম্নোক্ত বর্ণনানুযায়ী নতুন ই-মেইল এড্রেস খোলা হয়েছে। এ নতুন ই-মেইল এড্রেসসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো হলো।

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	ই-মেইল এড্রেস
১	অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ), বিএডিসি, ঢাকা।	agmsdbadc@gmail.com
২	যুগ্ম পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, ঢাকা।	jsmbadcdhaka@gmail.com
৩	যুগ্ম পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, চট্টগ্রাম।	jsmbadccchittagong@gmail.com
৪	যুগ্ম পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, যশোর।	jsmbadccjessore@gmail.com
৫	যুগ্ম পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, রাজশাহী।	jsmbadccrajshahi@gmail.com
৬	যুগ্ম পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, সিলেট।	jsmbadccsylet@gmail.com
৭	যুগ্ম পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, বরিশাল।	jsmbadccbarishal@gmail.com
৮	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, ঢাকা।	ddsmbadcdhaka@gmail.com
৯	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, ময়মনসিংহ।	ddsmbadcmymensingh@gmail.com
১০	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, জামালপুর।	ddsmbadccjamalpur@gmail.com
১১	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, ফরিদপুর।	ddsmbadccfariidpur@gmail.com
১২	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, টাঙ্গাইল।	ddsmbadctangail@gmail.com
১৩	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, ফরিদপুর।	ddsmbadccfariidpur@gmail.com
১৪	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, চট্টগ্রাম।	ddsmbadccchittagong@gmail.com
১৫	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, কুমিল্লা।	ddsmbadcccomilla@gmail.com
১৬	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, নোয়াখালী।	ddsmbadccnoakhali@gmail.com
১৭	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, সিলেট।	ddsmbadccsylet@gmail.com
১৮	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, রাজশাহী।	ddsmbadccrajshahi@gmail.com
১৯	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, পাবনা।	ddsmbadccpabna@gmail.com
২০	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, বগুড়া।	ddsmbadccbogra@gmail.com
২১	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, রংপুর।	ddsmbadccrangpur@gmail.com
২২	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, দিনাজপুর।	ddsmbadccdinajpur@gmail.com
২৩	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, খুলনা।	ddsmbadcckhulna@gmail.com
২৪	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, যশোর।	ddsmbadccjessore@gmail.com
২৫	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, কুষ্টিয়া।	ddsmbadcckushtia@gmail.com
২৬	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, বরিশাল।	ddsmbadccbarisal@gmail.com
২৭	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, পটুয়াখালী।	ddsmbadccpatuakhali@gmail.com
২৮	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, রাঙ্গামাটি।	ddsmbadccrangamati@gmail.com
২৯	উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, বান্দরবান।	ddsmbadccbandarban@gmail.com

পানি সাশ্রয়ে বিএডিসি'র বারিড পাইপ (Burried Pipe) সেচ স্কিমের ভূমিকা

মোঃ আলী আশরাফ

সহকারী প্রকৌশলী (নির্মান/কেজেকে) যশোর

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এ দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। ক্রমবর্ধমান এই জনগোষ্ঠীর জন্য খাবার পানিসহ ঘর-গৃহস্থালির কাজে পর্যাপ্ত পানির প্রয়োজন। বিশাল এই জন গোষ্ঠীর নিরাপদ ভাবে বসবাসের জন্য পানি একটি অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান। পানি সম্পদ রক্ষা পেলে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে অপর দিকে তেমনি আমাদের এই দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি পাবে। একটু পূর্বে ফিরে তাকালেই বোঝা যায় ১৯৭০-৮০ সালে এদেশের নদী-নালা খাল বিলে যেমন বৃষ্টির পানি সঞ্চিত হতো অর্থাৎ যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হতো আজকের ২০১২-১৩ সালে নদী-নালা, খাল-বিলে সে পরিমাণ পানি জমা হয় না বা বৃষ্টিপাত ও ঠিকমতো হয় না। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ এর ভাষ্য এখন আর মিলে না। আগের দিনের আঘাট আর আজকের দিনের আঘাট অনেক তফাৎ, যা হোক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনের গাছ পালা কেটে দিন দিন প্রতিযোগিতামূলক ভাবে বাড়ি ঘর নির্মাণ চলছে যার ফলে বৃষ্টিপাত, বান-বর্ষা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ পানির উৎস গুলো দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আবার নদী-নালা খাল বিল গুলো পুনঃখনন/সংস্কার কাজ প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় নদী নালা খাল-বিল গুলোর গর্ভ/বেড লেভেল দিন দিন উঁচু হয়ে যাচ্ছে। এতে নদী-নালা খাল বিল গুলোর

পানি ধারণ ক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এর ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবন নির্বাহের জন্য একমাত্র ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। বিশাল এই জনগোষ্ঠীর খাবার পানি, ঘর গৃহস্থালীর জন্য পানি, শিল্পের জন্য পানি এবং খাদ্যের জন্য ফসল উৎপাদনের নিমিত্তে সেচের পানির জন্যও ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তাই একবিংশ শতাব্দীর এই দিনে পরিকল্পিত উপায়ে সর্বক্ষেত্রে পানি সাশ্রয়ী পদক্ষেপ আমাদের নিতে হবে। বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ বাংলাদেশের কৃষকদের ফসল উৎপাদনে অন্ততঃ সেচ পানির সাশ্রয়ী পদক্ষেপ হিসাবে বারিড পাইপ (Burried Pipe) সেচ ব্যবস্থা চালু করেছে। এতে করে এক দিকে যেমন পানির অপচয় কমছে তেমনি বিদ্যুৎ/ডিজেল সাশ্রয়ে হচ্ছে, পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক থাকছে এমনকি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে দেশকে সহায়তা করছে।

বারিড পাইপ (Burried Pipe) সেচ ব্যবস্থা মাটির ৩-৪ ফুট নিচে দিয়ে জমিতে পানির সরবরাহের উদ্দেশ্যে পাইপ লাইন নিয়ে যাওয়া হয় এবং যেখানে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জমিতে সেচ দেওয়া যাবে, সেখানে সেচের পানি বের হওয়ার চেম্বার করা হয়। বারিড পাইপ সেচ পদ্ধতিতে ২-৩% জমির অপচয় হয় না। ২৫-৩০% পানির সাশ্রয় হয় কারণ সেচের পানি পাইপ লাইনের মাধ্যমে দ্রুত জমিতে

পৌঁছায় এবং কোন বাষ্পীয়-প্রশ্বেদন হওয়ার সুযোগ থাকে না। একটি জমিতে সনাতন পদ্ধতিতে সেচ দিতে ইঞ্জিন/মটর যতক্ষণ চালাতে হয় বারিড পাইপ পদ্ধতিতে ততক্ষণ ইঞ্জিন/মটর চালানোর প্রয়োজন হয় না। কারণ এই পদ্ধতিতে সেচ পানির পরিবহন অপচয় নেই বললেই চলে। যদি একটি ইঞ্জিন/মটর বেশিক্ষণ চালাতে হয় তাহলে তো আমাদের বেশি বিদ্যুৎ/ডিজেল খরচ হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ অনেক বেশি আর ডিজেল তো আমাদের দেশে বিদেশ থেকে আমদানি করে আনতে হয়। যার ফলে দেশের টাকা বাইরে চলে যায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পায়। বারিড পাইপ সেচ পদ্ধতিতে জমি চাষ করার ফলে ইঞ্জিন/মটর কম চালানোর জন্য বিদ্যুৎ/ডিজেল কম লাগে তাই বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় ও ডিজেল আমদানিও কম করতে হয়। ফলে দেশের টাকা দেশেই থাকবে এবং সর্বপরি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পানির অপচয় কম হওয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ঠিক থাকবে এবং এতে পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক থাকবে। তাই বলা যায় যে, বারিড পাইপ সেচ পদ্ধতি মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ হয় অর্থাৎ দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

বৃহত্তর খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (কেজেকে) প্রকল্পের একটি সাফল্য জনক স্কিম হলো এল,

এল, পিতে ভূ-গর্ভস্থ/বারিড পাইপ সেচ পদ্ধতি। এল,এল,পি সেচ স্কিম গুলোতে সেচের উদ্দেশ্যে জমিতে পানি পরিবহনের জন্য ডিসচার্জ বক্স হতে বেরিড পাইপ পদ্ধতিতে ৩-৪ ফুট মাটির নিচে দিয়ে নদী/খাল হতে পানি নেওয়া হয়। এতে প্রায় ৩৫/৪০% পানির অপচয় রোধ করা হচ্ছে। যেখানে ১০০ শতক জমিতে সনাতন পদ্ধতিতে যে পরিমাণ সেচ খরচ হতো বর্তমানে সে পরিমাণ সেচ খরচে ১৩৫-১৪০ শতক জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন কৃষকদের সেচ খরচ কমছে তেমনি অপর দিকে বিদ্যুৎ/ডিজেলের সাশ্রয়ী ব্যবহার হচ্ছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিছুটা হলেও অবদান রাখছে। বিখ্যাত দার্শনিক রুশো এর মতে “কৃষিই হচ্ছে শিল্পের ভিত্তি” আমাদের চার পাশে যে সব পণ্য যেমনঃ কাপড় চোপড় থেকে শুরু করে সবকিছু কৃষকের উৎপাদিত ফসল থেকেই প্রসেসিং এর মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। তাই বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ সেচের তথা কৃষির উন্নয়নের জন্য সার্বিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই বলা যায়, কৃষকের মাঠে বেরিড পাইপ সেচ উন্নয়নের আরেকটি টাইপ। জমি বাঁচে, পানি হয় সাশ্রয়, সেচ খরচ কম বলে কৃষকের আশ্রয়।

আগামী দুই মাসের কৃষি

আশ্বিন

আমন ধান :

আমন ধানের এ সময় বাড়ন্ত অবস্থা। রোপণের সময় ভেদে এ সময় ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে। লাগানোর ২০-২৫ দিনের মধ্যে ইউরিয়া প্রথম কিস্তি ও ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। সারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপজেলা ভিত্তিক সার সুপারিশমালা অনুসরণ করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় মাটি পরীক্ষা করে নিলে। সার প্রয়োগের সময় জমিতে প্রচুর রস থাকতে হবে। জমিতে ২-৩ সেঃ মিঃ পানি থাকলে সবচেয়ে ভাল হয়। সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার প্রয়োগ করে আগাছা পরিষ্কার তথা সার মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় বার সার উপরিপ্রয়োগ করে মাটির সাথে মেশানোর প্রয়োজন নেই। ধানের জমিতে আগাছা ধান গাছের সাথে খাদ্য উপাদান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। এ জন্য ধানের জমিতে বিশেষত রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। বন্যপ্রবন এলাকা যেখানে পানি সরতে দেরি হয় সেসব জমিতে নাবী জাতের উফশী আমন জাত যেমন বিআর-২২, বিআর-২৩, ত্রিধান-৪৬, আশ্বিন মাসের প্রথম সাতদিন পর্যন্ত লাগানো যাবে। নাবী জাতের ধান রোপণ কালে ৫/৬টি করে চারা একটু ঘন করে লাগাতে হয়। পাট বপনের সময় হতে এ সময় পর্যন্ত বীজ উৎপাদনের জন্য

রাখা পাট গাছগুলোর বিশেষ যত্ন নিতে হয়। মরা পাট ও রোগাক্রান্ত গাছগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

শীতকালীন সজী

এ মাসের শুরুতে আগাম শীতকালীন সজী যেমন ফুলকপি, বাধাকপি, টমেটো, বেগুন, মূলা, লেটুস, মরিচ, লালশাক, পালংশাক, শালগম, গাজর ইত্যাদির বীজবপণ করতে হবে। এ সময় বৃষ্টি হয় বিধায় চারা উৎপাদন ও রোপণের সময় একটু বেশি যত্নশীল হতে হয়। চারা তৈরির জন্য সমতল হতে ৬ ইঞ্চি উঁচু করে পরিমাণমত গোবর সার ও আবর্জনা পঁচা মিশিয়ে মাটি ঝুর ঝুর করে বেড তৈরি করে নিতে হবে। বীজ বপণের পূর্বে প্রতি বর্গ মিটার বীজতলায় ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজ ছিটিয়ে গুড়া মাটি দিয়ে হালকা ভাবে বীজগুলো ঢেকে দিতে হবে। বীজতলা ও কচি চারাকে বৃষ্টির তোড় হতে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য লম্বা কঞ্চির দুই পাশ মাটিতে গঁথে মাচা তৈরি করে তার উপর পলিথিন বা চাটাই দিয়ে বীজ ও চারাকে বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করা যেতে পারে। বীজ বপণের পর এবং চারা কচি থাকা অবস্থায় মাটিতে যাতে রসের অভাব না হয় সেজন্য ঝাঁঝড়ি দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্য

ঘরে সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, গোলাজাত শস্য, ডাল ও তৈল বীজ ইত্যাদি শুকিয়ে

পোকামুক্ত করে পুণরায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কার্তিক মাস

আমন ধান

আগাম লাগানো আমন ফসল এ সময় ফুল আসে এবং পরে লাগানো আমন ধানের বাড়ন্ত অবস্থা থাকে।

এ সময় আমন ফসলে পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এদের মধ্যে মাজরা পোকা, শীষ কাটা লেদাপোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, গান্ধী পোকা ইত্যাদি প্রধান। পোকা আক্রমণ করলে ক্ষেতের মধ্যে বাঁশের কঞ্চি বা গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে পাখি বসার ব্যবস্থা করলে পাখি পোকা খেয়ে ফেলে। পোকা দমনে আলোর ফাঁদ কিংবা হাত দিয়ে ধরে পোকার ডিম ও মথ ধ্বংস করা যেতে পারে। সকল প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে পোকার আক্রমণ যদি অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবেই কেবল কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। সেক্ষেত্রে অনুমোদিত কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে নিয়ম মারফিক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল ফসল

এ সময় ডাল তৈল ফসল বোনার ভরা মৌসুম। সরিষার উন্নত জাত বারিসরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বিএডিসি সরিষা-১ বুনলে ভাল ফসল পাওয়া যায়। স্থানীয় মসুর থেকে বারিমসুর ৫, ৬ এবং বিনা মসুর-৪ চাষ করা লাভজনক। যে সকল জমিতে খেসারী চাষ করা যায় সেসব জমিতে একই যত্নে বিএডিসি মটর-১ চাষ করা যায়। ডাল তৈল ফসলের জমি

উত্তম রূপে চাষ করে শেষ চাষের সময় ২০ : ৩০ : ২০ হারে ইউরিয়া টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করে উন্নত জাতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের বীজ বপণ করতে হবে।

শীতকালীন সজী

আশ্বিন মাসে বোনা বিভিন্ন আগাম শীতকালীন সজীর চারা বীজ তলা হতে সাবধানে তুলে এনে মূল জমিতে লাগাতে হবে। চারা উঠানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার শেকড় ভেঙ্গে না যায়। বিকেল বেলা চারা লাগিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। পরের দুইদিন চারাকে সরাসরি সূর্যালোক মুক্ত রাখতে হবে। মূলা, শালগম, গাজর, লালশাক, ডাঁটা, পালংশাক, মটরশুটি ইত্যাদির বীজ সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে বা সারি করে বুনো দিতে হবে।

আলু

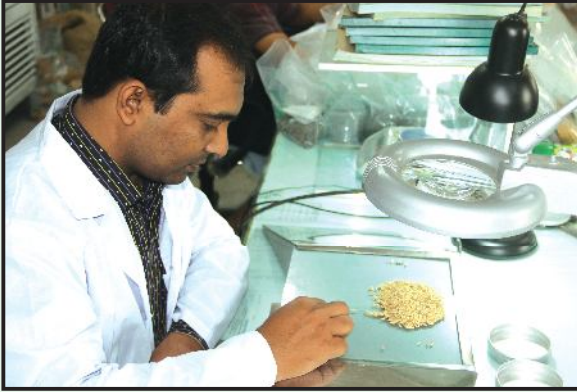
এ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ হতে আলু লাগানো শুরু করতে হবে। উন্নত জাতের মধ্যে ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, ফেলসিনা ও স্থানীয় জাতের মধ্যে কুফরী, সিন্দুবী চাষ করা যেতে পারে। প্রতি একরে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন। প্রতি একরে ১২০ : ১২০ : ১৪০ হারে ইউরিয়ার, টিএসপি ও এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষে ইউরিয়ার অর্ধেক ও অন্যান্য সকল সার প্রয়োগ করতে হবে। উত্তম রূপে তৈরি জমিতে সারি করে অঙ্কুরিত আলু লাগাতে হবে। এ সময় বৃষ্টিপাত থাকে না বলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।



বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি'র সভায় সভাপতিত্ব করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি



কুমিল্লা, টাঁদপুর ও ব্রাহ্মনবাড়ীয়া (বিএডিসি) কল্যাণ সমিতির ঈদ পূর্ণিমালগ্নী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইংয়ের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ আনোয়ার ফারুক



বিএডিসি'র গাবতলীর বীজ ভবনে ধান বীজ পরীক্ষা করছেন সহকারী পরিচালক কে এম আখতার হোসেন



চট্টগ্রামে সেচ যন্ত্রপাতি পরিদর্শন করছেন প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ খালিলুর রহমান



টেকনিক্যাল কঃ ছোঃ জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষীদের বোরো ধান বীজ পরীক্ষা করছেন অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীপ্ৰস) জনাব আবদুল আল কাফী ও অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (কঃ ছোঃ) জনাব অত্রাউর রহমান সহ কঃ ছোঃ জোনের কর্মকর্তাবৃন্দ



একুশে বইমেলা ২০১৩তে বিএডিসির সবজী বীজ এ কর্মরত সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ সামছুল হক এর দু'টি বই প্রকাশিত হয়েছে। গল্পের বই 'নাইওর' ও কবিতার বই 'শ্রাবনের সেই সকালে'। ছবিতে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন লেখক ও কবি মোঃ সামছুল হক। তিনি বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ সিবিএ'র প্রচার সম্পাদক



চট্টগ্রামে বিএডিসি'র বীজ প্রক্রিয়াজাত
করণ কেন্দ্রে বীজ গুদাম পরিদর্শন
করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব
মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে
আয়োজিত ইন হাউজ প্রশিক্ষণ
কোর্সে নোট লিখন, নথি উপস্থাপন
এবং নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর
প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সংস্থার
চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন
আহমেদ এনডিসি



বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে
আয়োজিত সমন্বয় সভায় বক্তব্য
রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব
মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি



বিএডিসির মাধ্যমে বাস্তবায়িত চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় পদ্ময়া রাবার ড্যামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি

মাননীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি



জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম। পাশে সিবিএ নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে





বিএডিসি'র গাবতলী বীজ ভবন থেকে বিভিন্ন গোড়াউনে বীজ নেয়া হচ্ছে



গাবতলীর বীজ ভবনে স্থাপিত বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষার যন্ত্র

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, ইমেইল : info@badc.gov.bd এবং শিটোলইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।